মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠগল্প

বিশ্লেষণী পাঠ

সম্পাদনা

বিকাশ পাল

গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রচুর লেখালিখি সত্ত্বেও এই গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প : বিশ্লেষণী পাঠ' শিরোনামাঙ্কিত গ্রন্থে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প' গ্রন্থের প্রতিটি গল্প নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আছে। প্রত্যেক লেখক নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী গল্পগুলির সামগ্রিক আলোচনা করেছেন, যা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে গল্পগুলির মূল পাঠ যুক্ত থাকায় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেছে তাই নয় মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। বক্ষ্যমান গ্রন্থে পাঠক ঔষধ ও পথ্য দুই-ই পাবেন।

MANIK BANDOPADHYAYER SHERSHTH GALPA : BISHLESANI PATH
Critique on Manik Bandopadhya's Short Story, edited by Dr. Bikhas Paul, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-9, December 2022. Rs. 400.00

গ্রন্থস্বত্ব : কথা-কাব্য

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

অক্ষর বিন্যাস
শালিনী ডটস্
১৯/এইচ/এইচ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৬

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN: 978-93-94748-05-7

মূল্য : চারশো টাকা

প্রয়াত অধ্যাপক সুবোধকুমার যশ-এর
স্মৃতি তর্পণে

সূচিপত্র

'প্রাগৈতিহাসিক' : মানব সভ্যতার অন্তরাল	১৭	বিকাশ পাল
'টিকটিকি' : মনের অন্দরমহলে	২৪	ফাল্গুনী ভট্টাচার্য
আত্মহত্যার অধিকার : একটি অধিকারের প্রশ্ন	৩০	বিকাশ পাল
'সরীসৃপ' : না-মানুষের ইতিবৃত্ত	৩৯	সাবলু বর্মন
'কুষ্ঠরোগীর বৌ' : এক আলোকযাত্রার কথাশিল্প	৪৮	ফাল্গুনী ভট্টাচার্য
'হলুদপোড়া' : সংস্কারের আবর্তে মনস্তত্ত্বের জয়ধ্বজা	৫৫	মানিক মৈত্র
'কে বাঁচায় কে বাঁচে' : মধ্যবিত্তের আত্মবোধ	৬২	প্রতাপকুমার সাহা
'যাকে ঘুষ দিতে হয়' : মূল্যবোধের ধ্বংসাবশেষ	৬৭	লতিকা রায় পোদ্দার
'দুঃশাসনীয়' : এক আধুনিক মহাভারত	৭৪	রামানুজ মুখোপাধ্যায়
'সাড়ে সাত সের চাল' : মৃত্যু মুখে বাঁচার লড়াই	৮০	শর্মিষ্ঠা পাল
'মাসি-পিসি' : নারীর আত্মরক্ষার লড়াই	৮৫	তাপস মণ্ডল
'শিল্পী' : এক সংগ্রামী শিল্পীসত্তার নৈবেদ্য	৯২	মুহব্বত আলী
'কংক্রীট' : শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব	১০১	রূপায়ণ রায়
'টিচার' : শিক্ষকদের জীবনালেখ্য	১১০	মহাদেব মণ্ডল
'ছিনিয়ে খায়নি কেন' : একটি প্রতিবেদন	১১৮	বিকাশ পাল
'হারানের নাতজামাই' : সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ইতিকথা	১২৫	বিকাশ পাল
'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী' : বিপ্লবের পথ	১৩৩	বিকাশ পাল
'আর না কান্না' : ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়	১৪২	দীপঙ্কর সরকার
মূল গল্পের প্যাঠাংশ	১৫১-৩২৭	

'সাড়ে সাত সের চাল' : মৃত্যুমুখে বাঁচার লড়াই

শর্মিষ্ঠা পাল

১.

মানুষের প্রতিনিয়ত কার্যকলাপ নতুন নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার করে। তত্ত্ব দিয়ে মানব জীবন বা মানব সমাজের গতিধারাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের স্বভাব নিহিত নীতিবোধ এবং জীবন-প্রতিফলিত স্বরূপকে, তাই হয়ত সাহিত্যের অঙ্গনে অন্বেষণ করতে হয়। মানুষের সম্মুখে আসা প্রতিদিনের সংকটকে সাহিত্যিকেরা তাঁদের লেখনীর আঁচড়ে মনোহর রূপে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে ছোটগল্পের জুড়ি মেলা ভার। বিশেষত ছোটগল্পের উষালগ্ন থেকে বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্পের দেহে যাঁদের শিল্পসুলভ আভরণ দ্বারা সজ্জিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। কারণ বিশ শতকের মধ্য দশকগুলিতে ভারতবর্ষীয় উত্তাল জনজীবনের যে সর্বব্যাপী বিভিন্ন স্তরের প্রভাব তা তাঁর গল্পলেখার মননকে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল।

ব্যক্তিগতভাবে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান তাঁর সাহিত্যভুবনে বৃহত্তর প্রভাব ফেলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তরের কালে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মিক অবক্ষয়ের চিত্র মানিক তাঁর বহু ছোটগল্পের মধ্যে পরিস্ফুট করেছেন। তন্মধ্যে 'সাড়ে সাত সের চাল' অন্যতম।

২.

'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পে এক নির্মম দুর্ভিক্ষের চিত্রকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে এক অসীম ধৈর্যের চিত্র গল্পটিতে চিত্রিত। সন্ন্যাসী তার পরিবারের জন্য সাড়ে সাত সের চাল জোগাড় করে নিজের গ্রাম পলাশমতির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। স্টেশন থেকে পলাশমতির মাঝে সালতি গ্রাম। সালতি স্টেশন থেকে তিন মাইল। সালতি থেকে পলাশমতি চার মাইল। মোট সাত মাইল পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হবে 'সাড়ে সাত সের চাল' নিয়ে। সন্ন্যাসীও উপবাসী। কিন্তু চা খেয়ে ধীর মন্থর গতিতে রোমান্টিক কল্পনা বিলাসের সময় তাঁর নেই। কারণ সামান্যতম দেরির ফলে বাড়ির লোকেদের জীবনীশক্তি হয়তো ফুরিয়ে যেতে পারে। তবে বাড়ির সোনা বৌঠানের ওপর সন্ন্যাসীর অসীম বিশ্বাস। কারণ একমাত্র তিনিই ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করে বেঁচে থাকার লড়াই করবেন। ফলে সন্ন্যাসী এক তীব্র মনের জোর সঞ্চয় করে সঙ্গে

রাখা ছোলা আর এক ভাঁড় চা খেয়েই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। জ্যোৎস্না রাত্রির মোহকে তুচ্ছ করে বাড়ির সদস্যদের বাঁচানোর এক অদম্য ইচ্ছে তাঁর।

স্টেশন থেকে সালতিতে পৌঁছে গ্রামের করুণ চিত্র তিনি লক্ষ করেছেন। যে কুকুরগুলো অন্ততপক্ষে এতোদিন অন্য মানুষের উপস্থিতিতে প্রাণপণে চিৎকার করত, তারাও আজ নির্জীব নিষ্প্রাণ। বাড়ির পরিস্থিতির কথা মনে হতেই সন্ন্যাসীর মন দুর্বল হয়ে ওঠে। মাথাঘুরে পড়ে যেতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেন। কারণ প্রাণপাত করে এতদিনের সঞ্চয়কে তিনি বৃথা যেতে দিতে চান না। অচেতন অবস্থা থেকে উঠে চালের পুঁটুলিটি হাতের কাছে না পেয়ে তিনি আঁতকে ওঠেন। কিন্তু প্রাণশক্তির জোরে সন্ধান করে ফিরে পান চালের পুঁটুলিটি। নিজ গ্রাম পলাশমতিতে প্রবেশ করে সালতির চিত্রই যেন তাঁর সামনে ভেসে ওঠে। কানা বাঙ্কার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ডাকলেও কোনো সাড়া পাননা। এক অসহায় মন নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ান তিনি।

সন্ন্যাসীর বাড়িটি বহু পুরনো। তিনটি ঘর, ঘরে টিনের চাল, আট-ন'বছর মেরামতি হয়নি। সব্জি আর কলাবাগান থাকলেও আজ নিশ্চিহ্ন, কুমড়োর মাচাও আজ অদৃশ্য। উনুনে আগুন দেখে সন্ন্যাসী আশ্বস্ত হন, হয়তো তাঁর বাড়িতে মরোমরো অবস্থার মধ্যে দিয়েও কেউ কেউ বেঁচে থাকবেন। কিন্তু মানদা, সুবল কাকা, সুখ পিসি কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দেন না। সন্ন্যাসীর সন্দেহ জাগে, কিন্তু সোনা বৌঠানের উপর তাঁর গভীর আস্থা থাকলেও দু'বার ডাকেও তিনি সাড়া দেননি। একটু অগ্রসর হয়ে তিনি লক্ষ করেন কড়ায় তালা ঝুলন্ত। সবাইকে ডাকতে গিয়ে তাঁর গলা চিড়ে যায়। বিফল মনোরথ হয়ে তিনি ভাবতে বসেন। বাড়ির লোকেদের পালিয়ে যাওয়ার কারণ ভাবতে বসে তিনি উত্তর পান না। 'সাড়ে সাত সের চাল' নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে লড়তে বাড়ি পৌঁছেও যখন শেষরক্ষা হল না। তখন সন্ন্যাসী দাওয়ায় বসে ঝিমোতে ঝিমোতে নিঃশব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা যান। গল্পটির সমাপ্তি সন্ন্যাসীর নিরাশাব্যঞ্জক মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ঘটে।

৩.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পলেখার রীতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গেলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হয়, তিনি যে-কোন ধরনের রোমান্টিকতার বিরোধী ছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই গল্প রচনায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর নিবিষ্ট মনের পরিচয় গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পটি মূলত মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। সন্ন্যাসী গল্পটির প্রধান চরিত্র। তিনি তাঁর পরিবারকে মন্বন্তরের করাল গ্রাস থেকে বাঁচানোর

জন্য জোগাড় করেছেন 'সাড়ে সাত সের চাল'। গল্পের পটভূমি তৈরি হওয়ার মুহূর্তে স্টেশন থেকে তাঁকে পাড়ি দিতে হবে মোট সাত মাইল পথ। সালতি পর্যন্ত তিন মাইল আর সালতি থেকে পলাশমতি চার মাইল। এই সম্পূর্ণ পথে সন্ন্যাসী মনে মনে নানা রকম আশার সঞ্চার করে আহার্য দ্রব্য 'সাড়ে সাত সের চাল' নিয়ে বাড়ি পৌঁছতে চান। তাঁর জীবনে জোৎস্না রাত্রের রোমান্টিকতার চেয়ে এক কাপ চা আর সঙ্গে থাকা কিছু পরিমাণ ছোলার গুণাগুণ অনেক। সন্ন্যাসী কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন। বাড়ির দুরবস্থা তাঁর সম্পূর্ণ মানসজগৎ অধিকার করে রয়েছে। শরীর তাঁর অচল কিন্তু তিনি জানেন সাত মাইল পথ জিরিয়ে জিরিয়ে অতিক্রম করতে গেলে আগামীকাল বাড়ির লোকেদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা হয়তো হয়ে উঠবে না। এই সময়ের মধ্যে বাড়ির লোকেরা হয়ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। তাই সময় নষ্ট না করে তিনি যাত্রা শুরু করেন।

সন্ন্যাসীর শরীর তাঁর সঙ্গ না দিলেও মনের প্রবল জোর তাঁকে বাড়িমুখো করে। শুধু মনের জোর নয়। এক নারী তাঁর লড়াইয়ের প্রেরণা। তিনি 'সোনা বৌঠান'। শরীরের প্রতিকূল অবস্থাকে হার মানিয়ে প্রবল জীবনীশক্তির যোগানদার সন্ন্যাসীর 'সোনা বৌঠান'। একে একে মানদা, সুবল কাকা, সুখ পিসি প্রত্যেককে ডাকার পরও কোনো সাড়া না থাকায় শেষ আস্থা সোনা বৌঠানকে ডাকেন সন্ন্যাসী। কিন্তু সোনা বৌঠানেরও কোনো সাড়া নেই। প্রবল হতাশাব্যঞ্জক ভাবে সন্ন্যাসী অনুভব করে—

"কোথায় পালিয়ে মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বৌঠান সুদ্ধ?"[১১]

যে উদ্যম নিয়ে সন্ন্যাসী গৃহমুখী হয়েছিলেন, সেই উদ্যম এক মুহূর্তে ভেঙে যায়। পরিস্থিতির কথা ভাবতে ভাবতে তিনি নিজে নিঃশব্দে পড়ে মারা যান। গল্পের সমাপ্তি কিছুটা বিষণ্ণতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

গল্পটির পরিসমাপ্তিতে বিষণ্ণতা, হতাশা থাকলেও গল্পের শেষে পাঠক মনে কোন দ্বিতীয় গল্পের বীজ রোপণ হচ্ছে না। এক নিঃশব্দ পরিসমাপ্তিকেই মেনে নিতে বাধ্য করেছেন গল্পকার মানিক। মন্বন্তরের পটভূমিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যতগুলি গল্প লিখেছেন তার মধ্যে 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পটি *আকারগত এবং উপস্থাপন ভঙ্গিতে* অন্যমাত্রা যোগ করেছে। 'মানব-জীবন পাকস্থলীতেই বাঁধা' যখন এই তত্ত্বের ওপর অনেক বেশি প্রাধান্য দিতে হয়, তখন জীবনের অন্যান্য সুকুমার প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়েই এগোতে হয়। গল্পটির প্রতিটি মুহূর্ত এই সত্যই অনুমিত হয়। 'সাড়ে সাত সের চাল' শুধু পাকস্থলীর মধ্যে জীবনকে ধরে রাখার অনুভূতি নয়, এই আহার্য দ্রব্য মানব জীবনের চলমানতায় আশার সঞ্চার করার অনুভূতি। এক প্রতীকী উপস্থাপন একথা বলা যেতেই পারে। গল্পের উপস্থাপন এবং পরিসমাপ্তি পাঠককে এক ট্র্যাজিক মুহূর্তের সম্মুখীন করায়। ফলত 'সাড়ে সাত সের চাল' যেমন লড়াই করার প্রতীক তেমনি জীবন

ধারণেরও প্রতীক। গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্বন্তরের পটভূমিতে মানব মনের চিরকালীন চিত্রকেই বারবার তুলে ধরেছেন। যে চিত্র হাজারো প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে চিরন্তন মানব সভ্যতার বাঁচার ইতিহাসকে তুলে ধরে। 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পে সন্ন্যাসীর মৃত্যু গল্পের ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে না। বরং যে মানবীসত্তার উপর সন্ন্যাসীর আশা ছিল তাঁর পালিয়ে যাওয়াই সন্ন্যাসীর ভরসা-ভাঙার বিস্ময়ে মৃত্যুর কোলে মাথা নত করা। বলা যায় মৃত্যুতে তাঁর লড়াই করবার বিরাম আসে। ফলে বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিসমাপ্তি যথাযথ সহকারী হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে।

মন্বন্তরের পটভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষগুলি গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বোধহয় মানিকের দ্বারাই সম্ভব। নিরন্ন মানুষগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বস্তুসত্য। তিনি যে জীবনের জন্যই সাহিত্য রচনা করেন তা তাঁর বহু বক্তব্যে প্রকাশিত। তাঁর সাহিত্যে আমরা কোন্ মানুষগুলির সংগ্রাম দেখি? যে মানুষগুলি নিত্যদিন বাঁচার জন্যে লড়াই করে তাদের কথা। ফলত রোমান্টিক চিরকল্প নয় কঠিন বাস্তবই তাঁর লেখনীর অঙ্গ। 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পের মধ্যে সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রেরা শুধুমাত্র নামে এসেছে। সন্ন্যাসী সম্পর্কে গল্পকার বলেছেন—

> "...সন্ন্যাসী হিসেবি লোক, কল্পনা করতেও ভারী পটু।"[২]

হিসেবি লোক হিসেবে সন্ন্যাসী সামান্যতম সময় অপচয় করতে নারাজ। সাতমাইল পথ তাকে অতিক্রম করতে হবে। চা খেয়ে, জিরিয়ে বাড়ি তিনি ফিরতে চান না। তাতে বাড়ির লোকেদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা ফসকে যেতে পারে। কঠোর বাস্তববাদী সত্তার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। পরিবার তাঁর কাছে প্রধান। নিজেকে নিয়ে ভাববার সময় তাঁর নেই।

অন্যদিকে সন্ন্যাসী কল্পনাপ্রবণও। কিন্তু সে কল্পনা নিছক কল্পনা বিলাসিতা নয়। কল্পনা আরো তীক্ষ্ণ ও কঠোর। যে কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন—

> "না খেতে পেয়ে ক'জন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে! ক'জন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা কে জানে! দু'একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছেছে—তাদের মধ্যে সোনা বৌঠান একজন হতে পারে—।"

যারা জীবনমরণের সীমারেখায় টলমল করছে তাঁদের বাঁচানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা সন্ন্যাসীর। তাই কোনোমতেই দেরি নয়। পূর্ণিমার চাঁদকেও উপেক্ষা করেছেন তিনি। সৌন্দর্যবোধকে দূরে রেখে বাস্তববোধের কল্পনায় ভর করে তিনি তাঁর পরিবারকে বাঁচাতে চান। সংসার সমুদ্রে দুর্ভিক্ষকে উপেক্ষা করে সময়কে তীব্রভাবে লড়াই করে

পার করতে চান তিনি। আসলে জীবনীশক্তির কাছে সবকিছুই তুচ্ছ। সন্ন্যাসী সেই শক্তির উপর ভর করেই নিজে ও পরিবারকে বাঁচাতে চেয়েছেন। সন্ন্যাসীর পরিবারের বাকি চরিত্রেরা সন্ন্যাসীর সূত্রধরেই এসেছেন। তবে তাঁরা শুধুমাত্র নামেই। তাঁদের মধ্যে সোনা বৌঠান চরিত্রটিই জীবন্ত মনে হয়েছে। যে মানবীসত্তারা সমস্ত মানবসত্তার চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে তেমনি এক মানবী 'সোনা বৌঠান'। তিনিই সন্ন্যাসীর লড়াইয়ের প্রেরণা। এই মানবীসত্তার পরাজয়ই গল্পমধ্যে সন্ন্যাসীর নিঃশব্দে মারা যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। এপ্রসঙ্গে লেখকের 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসের মনসুর চরিত্রের উক্তিটি সন্ন্যাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়—

> "বাঁচার জন্য লড়াই করব, মরণকে ভয় করব, ঠেকিয়ে রাখব ; হিসেবটা কষব সব মানুষের মরণ বাঁচন ধরে। আমার মরণটা ঠেকাতে যদি মানুষের বাঁচার চেষ্টায় সিঁদ কাটি, সবার বাঁচাকে ঘায়েল করে নিজের বাঁচার চেষ্টা করি, তবে আমার দশা হবে মরার বাড়া। জীবন হবে রোগীর বিকার।"

গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি সন্ন্যাসী চরিত্রটিকে আলাদা করে দেয়। আসলে মন্বন্তরের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সন্ন্যাসীর বাঁচানোর লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে প্রতিপন্ন হয়েছে। যে সময়পর্বে মৃত্যু এবং জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে খাদ্য, সে সময়পর্বে সন্ন্যাসী চরিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সৃষ্টি। গভীর সংকটময় পরিস্থিতিতে কে সাহস যুগিয়েছে? অন্য কেউ নয়, এক মানবীসত্তা। সেই সত্তাকে কেন্দ্র করে মানব সত্তার একনিষ্ঠতাই গল্পটিকে শিল্প সফলতা দান করেছে।

তথ্য উৎস

১. শ্রেষ্ঠ গল্প, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কল-৭৩। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৫৭ সংস্করণ, মে ২০১৩, পৃ. ৯০।
২. তদেব, পৃ. ৮৮।
৩. ঐ।

সহায়ক

১. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার : গল্পচর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ২০১৮।
২. চৌধুরী, শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি, পঞ্চম প্রকাশ, ২০০৩।
৩. ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু : ছোটগল্পে ত্রয়ী, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,কল-৯।
৪. মণ্ডল জয়গোপাল : সরণি (পত্রিকা) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, আশ্বিন, ১৪১৫।